দুইটি উত্তরাধিকার যেভাবে আবদ্ধ: Two Legacies Bound

ফিরাউনের রাজ্যসভায় ইউসুফ (আঃ)-এ কথা উত্থাপনের সময় সেই ব্যক্তি বলেছিল যে, ইউসুফ (আঃ) সুস্পষ্ট প্রমাণাবলী নিয়ে এসেছিলেন। মুসা (আঃ) ও সুস্পষ্ট প্রমাণাবলী নিয়ে এসেছিলেন। ইউসুফ (আঃ) এবং মুসা (আঃ) এর স্পষ্ট প্রমাণাবলী গুলো কী ছিল ? ইউসুফ (আঃ) আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতাবলে মিশরের রাজার স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা করেছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে মিশরবাসী বড় বিপদ থেকে উদ্ধার প্রাপ্তির পাশাপাশি ব্যাপক সম্বৃদ্ধি লাভ করেছিল। যে স্বপ্নটিকে রাজ্য সভায় অন্যান্যরা বলছিল " أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ - এলোমেলো স্বপ্ন", তার সঠিক ব্যাখ্যা এবং বাস্তবায়ন করেছিলেন ইউসুফ (আঃ)। ফলে আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণাবলী এসে তাদের সম্বৃদ্ধি দিয়েছিল।

অন্যদিকে মুসা (আঃ) এর সাথে যেসব নিদর্শন এসেছিল সেগুলোর বেশীরভাগ মিশরের অর্জিত সম্বৃদ্ধি ধ্বংস করছিল। মিশরীয়দের সতর্ক করছিল যে, তারা যদি সংশোধিত না হয় তবে আরো বড় ধ্বাংসাত্নক নিদর্শন অপেক্ষা করছে। এবং সত্যিই তা ঘটেছিল। সাগর বিভক্তির মাধ্যমে ফিরাউন সহ মিশরীয় বাহিনীর সলিল সমাধি হয়েছিল, যা সেই সময়ের মানুষ কল্পনা করতে পারেনি।

ইউসুফ (আঃ) আসন্ন ক্ষরাকে মোকাবিলার জন্য পানির হ্রদ তৈরী করেছিলেন যা তৎকালিন মিশরবাসীর খাদ্য নিরাপত্তার কারণ হয়েছিল, তারা ক্ষরা থেকে রক্ষা পেয়েছিল এবং সম্বৃদ্ধি লাভ করেছিল। অন্যদিকে ফিরাউন এবং তার বাহিনীতে পানিতে ডুবে ধ্বংস হয়েছিল। ফলে দেখা যাচ্ছে এক গল্পে পানি জীবন রক্ষা করেছে এবং অন্য গল্পে পানি জীবন ধ্বংসের কারণ হয়েছে। যে রকম অনেক উদহারণ আল্লাহ্'র সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান। বাতাস শস্যের পরাগায়ন করে ফসল উৎপাদন তড়ান্বিত করে, আবার প্রচন্ড বাতাসে ঝড় ব্যাপক ধ্বংস করে।

ফলে দেখা যাচ্ছে ইউসুফ (আঃ) এবং মুসা (আঃ)-এর বর্ণনাগুলো অনেকভাবে তুলনা করা যেতে পারে। প্রথমে দুই কাহিনীর সার্বিক কিছু বিষয় তুলনা করার চেষ্টা করা হবে।

দুই নাবীর বর্ণনার সার্বিক তুলনা

ক. মিশরে বানী ইসরাইলিদের প্রবেশে ইউসুফ (আঃ) এবং প্রস্থানে মুসা (আঃ)।

ইউসুফ (আঃ) জীবন শুরু হয়েছিল ইরাকের কেনান থেকে এবং তিনি মিশরে প্রবেশ করেছিলেন।

মুসা (আঃ) জন্মেছিলেন মিশরে এবং মিশরেই তাঁর প্রাথমিক দাওয়াত শুরু করেছিলেন এবং এক পর্যায়ে তিনি মিশর থেকে বেড়িয়ে গিয়েছিলেন।

ফলে দেখা যাচ্ছে ইউসুফ (আঃ) মিশরের বাইর থেকে ভিতরে এসে স্থায়ী হয়েছিলেন এবং বনী ইসরাইল জাতির গোড়াপতন করেছিলেন। অন্যদিকে মুসা (আঃ) মিশরে জন্মে পরবর্তীতে বনী ঈসরাইল জাতিকে নিয়ে মিশরের বাইরে চলে গিয়েছিলেন।

এর ফলে আল্লাহ্ দেখিয়েছেন বনী ঈসরাইল জাতির কীভাবে যাত্রা শুরু করেছিল মিশরে, অর্থাৎ তারা কীভাবে মিশরে প্রবেশ করেছিল এবং পরবর্তীতে কীভাবে তারা মিশর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। ইসরাইল জাতির দুটি বড় মাইগ্রেশনের ঘটনা।

খ. মিশরে ইউসুফ (আঃ) পরিবারসহ রাস্ট্রীয়ভাবে সমাদৃত, মুসা (আঃ) তাঁর জাতি সহ রাস্টীয়ভাবে অবাঞ্চিত

ইউসুফ (আঃ) এর পরিবার মিসরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ পেয়েছিল তৎকালীন মিসরের বাদশাহ্'র বিশেষ অনুগ্রহের জন্য। অন্যদিক মুসা(আঃ) ফিরাউনের অত্যাচারে অতীষ্ট ইসলাইল জাতিকে নিয়ে আল্লাহ্'র বিশেষ নির্দেশে মিশর থেকে বাইরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

গ. ইউসুফ (আঃ) জাতির ত্রাণকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি, মুসা (আঃ)-কে রাস্ট্রীয় শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত

ইউসুফ (আঃ)-কে সেই সময় মিসরের ত্রাণকর্তা হিসেবে বাদশাহ্ স্বীকৃতি দিয়েছিল। অন্যদিকে মুসা (আঃ)-কে ফিরাউন মিসরের সংবিধানের সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল। এ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াত:

৪০:২৬ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾
আর ফিরআউন বলল -- "আমাকে ছেড়ে দাও যাতে আমি মূসাকে বধ করতে পারি, আর সে তার প্রভুকে ডাকতে থাকুক, নিঃসন্দেহ আমি আশঙ্কা করছি যে সে তোমাদের ধর্মমত বদলে দেবে, অথবা সে দেশের মধ্যে বিপর্যয়ের প্রসার করবে।

ঘ. ইউসুফ (আঃ) রাস্ট্রের অংশ ছিলেন, মুসা (আঃ) রাস্ট্র বিরোধী হিসেবে বিবেচিত ছিলেন

ইউসুফ (আঃ) সেই সময় মিসরের সরকারের অংশে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু মুসা (আঃ) তৎকালীন মিসরের সরকারের প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিল। তাঁরা দুইজনই ছিলেন আল্লাহ্'র নাবী। তাঁদের সময়কার সরকার প্রধানগণ প্রকৃত বিশ্বাসী ছিলেন না। উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান থেকে তাঁদের দাওয়াতি কাজ পরিচালনা করেছিলেন। রাসুল (সাঃ) এর সময় আবিসিনিয়ার বাদশা প্রকাশ্যে ইসলাম কবুল করেন নি। কিন্তু মুসলিমদের সাপোর্ট দিয়েছিলেন।

ঙ. ইউসুফ (আঃ) মেষপালক থেকে হলেন মন্ত্রী, মুসা (আঃ) রাজপুত্র থেকে হলেন মেষপালক

ইউসুফ (আঃ) কেনানে একটি মেষপালক ভিত্তিক সমাজে জন্মেছিলেন এবং বড় হচ্ছিলেন। অতঃপর ঘটনা প্রবাহে মিসরের একজন মন্ত্রীর পরিবারে বড় হয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে মিসরের সরকারের একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে শেষ জীবন পর্যন্ত ছিলেন।
মুসা (আঃ) জন্মের পরপরই ঘটনাক্রমে ফিরাউনের প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন এবং রাজপুত্রের মর্যাদায় বড় হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে একটি অনাকাংখিত হত্যাকান্ডে জড়িত হয়ে মিসর ছেড়েছিলেন এবং আরবের মাদিয়ানে একটি মেষপালক সমাজে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বেশকিছু সময় অতিবাহিত করেছিলেন। ফলে দেখা যাচ্ছে দুইজনের জীবনের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থান বিপরীতভাবে উল্টে গিয়েছিল তাঁদের জীবনের প্রথমভাগ এবং শেষভাগে।
ফলে আল্লাহ্ পরিস্কারভাবে দেখিয়েছেন যে, আর্থিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার সাথে আল্লাহ্'র সাথে সম্পর্ক নির্ধারণের কোনো সুযোগ নেই। একজন মানুষ বিভিন্ন অবস্থায় থাকতে পারে। এইসব অবস্থা দ্বারা আল্লাহ্'র সাথে তার কী ধরণের সম্পর্ক রয়েছে তা নিরুপন করা যায় না।

তাঁদের অভিবাবকদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা

ইউসুফ (আঃ) এর পিতার বিষয়টি কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ছিলেন একজন নাবী-ইয়াকুব (আঃ)। ইয়াকুব (আঃ)-এর আরেকটি নাম হল ইসরাইল (আঃ)। সেখান থেকে বানী ইসলাইল জাতির নামকরণ করা হয়েছে। ইয়াকুব (আঃ)-এর ১২ জন পুত্র থেকে বানী ইসলাইলের ১২টি গোত্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল মিসর থেকে।
মুসা (আঃ)-এর মাতার কথা কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে। তাঁর নাম কুরআনে নেই, তাঁকে বলা হয়েছে উম্মু মুসা অর্থাৎ মুসার মাতা। বানী ইসরাইলদের বর্ণনায় তাঁকে জোহাবেত এবং এই নামটির অর্থ "যার হৃদয়কে মজবুত করা হয়েছে"।

১) ইউসুফ (আঃ)-এর বর্ণনাটি শুরু হয়েছে তাঁর পিতাকে নিয়ে। অন্যদিকে মুসা (আঃ)-এর কাহিনীর শুরু তাঁর মাতাকে নিয়ে।

২) ইউসুফ (আঃ) এর পিতা তাঁকে নিয়ে ভীত ছিলেন তাঁর অন্য ভাইদের পক্ষ থেকে হিংসা বশীভূত হয়ে সম্ভ্যাব্য ক্ষতি থেকে, যা ছিল পরিবারের আভ্যন্তরীণ বিষয়। ফলে সে ছিল একটি আভ্যন্তরীন হুমকি।
অন্যদিকে মুসা জননী সন্ত্রস্ত ছিলেন ফিরাউনের বাহিনী দ্বারা। কারণ সেই বছর ফিরাউন বানী ইসরাইল জাতির সদ্য ভূমিষ্ট পুত্র সন্তানদের হত্যার আদেশ দিয়েছিল। ফলে মুসা জননী বাহ্যিকভাবে আতংকগ্রস্থ ছিলেন । অর্থাৎ তিনি একটি বাহ্যিক হুমকীর মধ্যে ছিলেন।

ফলে দেখা যাচ্ছে অনেক সময় আমরা আভ্যন্তরীন হুমকির সম্মুখীন হতে পারি যার উপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই এবং নিয়ন্ত্রনহীন বাহ্যিক হুমকীর উপস্থিতি বিরাজমান থাকতে পারে।
দুইজনই তাদের সন্তানদের সুরক্ষার জন্য চিন্তিত ছিলেন কিন্তু তাদের সুরক্ষা দিতে কার্যকর কোনো পন্থা খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

৩) উক্ত হুমকির মুখে ইয়াকুব (আঃ) তাঁকে প্রথমে বাস্তবিক পদক্ষেপ হিসেবে তাঁর স্বপ্নের বিষয়টি ভাইদের মধ্যে শেয়ার করতে নিষেধ করেছিলেন (১২:০৫) এবং অতঃপর তাঁর উপর আল্লাহ্'র বিশেষ মনোনয়ন এবং রহমতের কথা স্মরণ করিয়েছিলেন, এবং অনুগ্রহ শুরু তাঁর উপর নয়, তাঁর পূর্বপুরুষগনের উপর করা হয়েছিল বলে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন (১২:০৬)। ফলে দেখা যাচ্ছে ইউসুফ (আঃ)-এ ব্যবহারিক টিপসের পাশাপাশি কিছু আবেগগত এবং আধ্যাত্মিক স্মরণ দেয়া হয়েছিল।

قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٥﴾ وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

১২: ৫ সে বলল ., 'হে আমার পুত্র, তুমি তোমার ভাইদের নিকট তোমার স্বপ্নের বর্ণনা দিও না, তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন'।

১২:৬ আর এভাবে তোমার রব তোমাকে মনোনীত . করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবেন। আর তোমার উপর ও ইয়াকূবের পরিবারের উপর তাঁর নিআমত পূর্ণ করবেন যেভাবে তিনি তা পূর্বে পূর্ণ করেছিলেন তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের উপর, নিশ্চয় তোমার রব সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

অন্যদিকে মুসা (আঃ) এর জন্মের সাথে সাথে যখন তিনি ফিরাউনের বাহিনীর সামনের পড়তে যাচ্ছিলেন তখন আল্লাহ্ মুসা জননীকে তাঁর সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াতে ঔহী করেছিলেন। যা ছিল শারিরীকভাবে একটি স্মরণ। কারণ এই কাজটির ফলশ্রুতিতে শিশু মুসা কান্না করছিলেন না এবং তিনি তার মা'র দুধের স্বাদ পেয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে সেই স্বাদ ছাড়া অন্যকিছু গ্রহণ না করার পরিণতি হিসেবে আবার মা'র কোলে অন্যভাবে ফিরতে পেরেছিলেন।

শিশু মুসা ছিলেন নবজাতক ফলে তাঁর জন্য শারিরীক বিষয়টি প্রধান বিষয় ছিল। বালক ইউসুফের কাছে আবেগগত এবং আধ্যাত্মিক বিষয়টি বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

৪) ইউসুফ (আঃ)-এর বর্ণনায় পিতার বিষয়টি হাইলাইটেড ছিল, মাতার বিষয়টি শেষে পরিবারের সবার সাথে উল্ল্যেখ করা হয়েছে । অন্যদিক মুসা (আঃ)-এর বর্ণনায় মাতার বিষয়টি পরিস্কারভাবে উল্ল্যেখ করা হলেও পিতার কোনো উল্লেখ নেই।

৫) সম্ভাব্য হুমকির মুখে ইউসুফ (আঃ) এর পিতা তাঁকে তাঁর ভাইদের সাথে যেতে অনুমতি দিয়েছিলেন আল্লাহ্'র উপর ভরসা করে। মুসা জননী আল্লাহ্'র ঔহী (২৮:৭) প্রাপ্ত হয়ে শিশু মুসা-কে একটি ঝুড়িতে রেখে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলে, যা একজন মা কখনই সেচ্ছায় করত না। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, সম্ভাব্য হুমকির মধ্যে উভয়ই তাদের সন্তানদের হুমকির মধ্যেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের ভরসা ছিল আল্লাহ্'র উপর। কিন্তু দুইজনের আল্লাহ্ ভরসার প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন।

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾

২৮:৭ আর আমরা মূসার মাতার কাছে অনুপ্রেরণা দিলাম এই বলে -- "এটিকে স্তন্যদান করো, তারপর যখন তার সম্বন্ধে আশংকা কর তখন তাকে পানিতে ফেলে দাও, আর ভয় করো না ও দুঃখও করো না। নিঃসন্দেহ আমরা তাকে ফিরিয়ে দেব তোমার কাছে, আর তাকে বানিয়ে তুলব রসূলগণের একজন ক'রে।''

৬) ইউসুফ (আঃ) এর পিতা প্রাথমিকভাবে তাঁর ভাইদের প্রস্তাবে মন্দের আশংকা করেছিলে (১২:১৩)। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর ভাইদের প্রদত্ত যৌক্তিক শক্তিশালী আশ্বাসের বিপরীতে সম্ভাব্য হুমকির মুখেও তাঁর ভাইদের সাথে তাঁকে যেতে অনুমুতি দিয়েছিলেন (১২:১৪)। যেটা পিতাদের জন্য স্বাভাবিক আচরণ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ ﴿١٤﴾

১২: ১৩. সে বলল, 'নিশ্চয় এটা আমাকে কষ্ট দেবে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশঙ্কা করি, নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলবে, যখন তোমরা তার ব্যাপারে গাফিল থাকবে'।

১২: ১৪. তারা বলল, ‘আমরা একই দলভুক্ত থাকা সত্ত্বেও যদি নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলে তাহলে তো আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত’।

কিন্তু মুসা জননী তাঁর নবজাতক সন্তানকে নদীতে ভাসিয়ে দিবেন এটা একজন মা’র জন্য অস্বাভাবিক সিদ্ধান্ত। মা-গণ তাঁদের সন্তানের নিরাপত্তার ব্যাপারে খুবই সোচ্ছার থাকেন এবং কোনো ধরণের যৌক্তিক ব্যাখ্যা গ্রহণে বিন্দুমাত্র আগ্রহী থাকেন না। তবে মুসা জননী কীভাবে সেটা করলেন ? এখানে উল্লেখ্য যে, সেই সময় ফিরাউনের বাহিনী নবজাতক বানী ইসরাইল পুত্র সন্তানদের নদীতে ছুঁড়ে ফেলে হত্যা করত এবং সেই নদীতে অনেক কুমির ছিল। ফলে মুসা জননী কীভাবে সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ?
আল্লাহ্’ কাছ থাকে মুসা জননী ঔহী প্রাপ্ত (২৮:৭) হয়েছিলেন ফলে তিনি সেই অসম্ভব সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। আল্লাহ্’র বক্তব্যের উপর ভরসা করে নিজের আবেগের টানকে অতিক্রম করতে পারলে অবশ্যই সেখানে কল্যাণ রয়েছে। মুসা জননী এ বিষয়ে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

৭) ইউসুফ (আঃ) এর পিতা তাঁর ভাইদের বাইরে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবে প্রথমে তাঁর দুঃখিত হবার বিষয়টি এবং অতঃপর ভয়ের বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন *“এতে অবশ্যই আমাকে কষ্ট দেবে যে তোমরা তাকে নিয়ে যাবে, আর আমি ভয় করছি পাছে নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলে,…* **لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ** “ (১২:১৩)। মুসা (আঃ)-এর মাতাকে ঔহী করলেন “ *আর ভয় করো না ও দুঃখও করো না..* **وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِ**”(২৮:৭)।

৮) ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইরা তাঁর যখন মিথ্যা রক্তমাখা শার্ট নিয়ে তাঁর পিতার সামনে হাজির হয়ে মিথ্যা গল্প বানিয়ে বলছিল তখন ইয়াকুব (আঃ) নাবী হওয়া স্বর্তেও আল্লাহ্-র কাছ থেকে সাথে সাথে কোনো ঔহী প্রাপ্ত হননি। তিনি বুঝেছিলেন যে ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইরা মিথ্যা গল্প বানিয়ে বলছে এবং উক্ত পরিস্থিতি আল্লাহ্ আশ্রয় প্রার্থনা করে সুন্দর সবর ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ফলে সেটা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন “ *সুতরাং (আমার করণীয় হচ্ছে) সুন্দর ধৈর্য্য আর তোমরা যা বর্ণনা করছ সে বিষয়ে আল্লাহই সাহায্যস্থল’* **فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ** “(১২:১৮)।
অন্যদিক মুসা জননী নাবী না হবার পরও সেই কঠিন মূহূর্তে আল্লাহ্ তরফ থেকে ঔহী প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং যাতে আল্লাহ্ পরিস্কার করে উল্লেখ করেছিলেন যে শিশু মুসা-কে আবার তার কোলে ফিরিয়ে দেয়া হবে “*নিঃসন্দেহ আমরা তাকে ফিরিয়ে দেব তোমার কাছে, আর তাকে বানিয়ে তুলব রসূলগণের একজন ক’রো* **إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ** “(২৮:৭)। কিন্তু ইয়াকুব (আঃ)-কে ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে পূনর্মিলিত হবার বিষয়টি ঔহী করা হয়নি।

সুতরাং আল্লাহ্ কাকে কখন কীভাবে ঔহী করবেন এটি একান্ত তাঁর সিদ্ধান্ত। তবে রাসুল (সাঃ) ছিলেন শেষ ঔহী প্রাপ্ত মানুষ। যাঁর পরে আর কেউ ঔহী প্রাপ্ত হবেন না। তবে বিশ্বাসীগণ যদি আল্লাহ্’র কিতাবের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারে তাহলে এই কিতাবই তাঁর জন্য ঔহীর মত কাজ করবে আল্লাহ্’র ইচ্ছায়।

৯) ইউসুফ (আঃ)-এর সত্যিকার পরিণতি ইয়াকুব (আঃ) জানেন না এই অবস্থায় তাঁর সবচেয়ে ছোট ছেলে মিসরে বন্দী হয়ে গেছে। উভয় ক্ষেত্রে তাঁর অন্য ছেলেরা দায়ী বলে তিনি মনে করছিলেন এবং প্রচন্ড দুঃখে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন *“আর তাঁর চোখ সাদা হয়ে গিয়েছিল শোকাবেগ বশতঃ…* **وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ** (১২:৮৪) । অন্যদিক মুসা জননী তাঁর ছেলে থেকে বিছিন্ন হবাব কিছু সময় পরে আল্লাহ্’র পরিকল্পনায় আবার মিলিত হয়েছিলেন, তখন মুসা জননীর চক্ষু জুড়ে গিয়েছিল “ *তখন আমরা তাঁকে ফিরিয়ে দিলাম তাঁর মায়ের কাছে, যেন তার চোখ জুড়িয়ে যায় আর যেন সে দুঃখ না করে…* **فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ** ২৮:১৩“।
ইউসুফ (আঃ) এর পিতার চক্ষু অন্ধ হয়ে গিয়েছিলে দুঃক্ষে এবং মুসা (আঃ) যেন দুঃক্ষিত না হন সেজন্য তাঁর চোখ জুড়িয় দেয়া হয়েছিল ।

১০) ইউসুফ (আঃ) সংক্রান্ত মিথ্যা সংবাদ বোঝার পরও ইয়াকুব (আঃ) তাঁর ১০ সন্তানদের বিপরীতে সবর ছাড়া আর কোনো অপশন খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তিনি এতটাই অসহায় ছিলেন। অপরদিকে মুসা জননী শিশু মুসাকে ঔহী অনুযায়ী নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে সবর

জামিল বলেননি। তিনি তাঁর মেয়েকে বিষয়টি অনুসরণ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর মেয়ে তাঁর কোলে শিশু মুসার প্রত্যাবর্তনে বুদ্ধিদীপ্ত ভূমিকা রেখেছিল।

অনেক পরিস্থিতিতে মানুষ মনে করে আপনার অনেককিছু করণীয় ছিল কিন্তু বাস্তবতার ভিত্তিকে আপনি জানেন যে আপনি পজেটিভ কিছুই করতে পারতেন না। বিপরীত বিষয়টি হতে পারে। সবাই মনে করতে পারে যে আপনার কিছুই করণীয় নেই কিন্তু আপনি কিছু পদক্ষেপ নিতে পারেন যার ব্যাপারে আপনি কনফিডেন্ট। অতএব আমাদের সবসময় সচেষ্ট হবে আমাদের করণীয় সম্পর্কে, ন্যুনতমভাবে হলেও উদ্যোগ নিতে হবে, যার বাস্তবতা আমরা নিজে বুঝি, অবশ্যই অন্যের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে।

১১) ইউসুফ (আঃ) হারিয়ে যাবার পর ইয়াকুব (আঃ) তাঁকে ফিরে পাবার কোনো সুনির্দিষ্ট গ্যারান্টি প্রাপ্ত হননি, কিন্তু তিনি আশা হারাননি। কিন্তু ঔহীর মাধ্যমে মুসা জননীকে নিশ্চিত করা হয়েছে যে তাঁর সন্তান তাঁর কোলে ফিরে আসছে।

ইয়াকুব (আঃ) সুন্দর সবর করেছিলেন এবং তার অর্থ এই নয় যে তাঁর মধ্যে দুঃখবোধ ছিল না। ইউসুফ (আঃ)-এর স্মরনে তিনি প্রচন্ড দুঃখবোধ করতেন এবং দুঃখে এক পর্যায়ে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ছেলেরা তখন বলেছিল *"তারা বললে, "দোহাই আল্লাহ্‌র! তুমি ইউসুফকে স্মরণ করা ছাড়বে না যে পর্যন্ত না তুমি রোগাক্রান্ত হও, অথবা প্রাণত্যাগী হয়ে যাও।''* قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ১২:৮৫ "। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, কেউ কোনো দুঃখে বেশী কান্না করলে তাকে সবর নেই বলে কোনো অপবাদ দেয়া যাবে না। মানুষের আবেগগত অনুভূতিগুলো থাকবে। সবর হলো যে, এগুলো যাতে তাকে আল্লাহ্‌'র বিশ্বাসের বিপরীতে নিয়ে না যায়।

১২) ইয়াকুব (আঃ) অনেক বছর পর হারিয়ে যাওয়া ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে পুনর্মিলিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে মুসা জননী কয়েক ঘন্টা পর শিশু মুসা (আঃ)-এর সাথে পুনর্মিলিত হয়েছিলেন।

ইউসুফ (আঃ) একটি সময় তাঁর পিতা এবং সম্পূর্ণ পরিবারের রিযিকের উৎস হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। মুসা জননী শিশু মুসার রিযিক প্রদানের জন্য ফিরাউনের প্রাসাদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। রিযিক প্রবাহিত হবে যেভাবে আল্লাহ্‌ পরিকল্পনা করবেন ঠিক সেইভাবে।

১৩) স্বপ্ন দেখার পর ইয়াকুব (আঃ) বিষয়টি গোপন রাখতে ইউসুফ (আঃ)-কে উপদেশ দিয়েছিলেন। শিশু মুসার বোন তাঁর পরিচয় গোপন রেখে গোপনে শিশু মুসা-কে অনুসরণ করছিলেন এবং এক পর্যায়ে নিজ পরিচয় গোপন রেখে ফিরাউনের কর্মচারীদের মুসা জননীকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ধাত্রী হিসেবে। উভয় বর্ণনায় একটি করে সিক্রেট বিষয় ছিল।

ইউসুফ (আঃ)-কে বিষয়টি গোপন রাখতে বলতে হয়েছিল। কিন্তু শিশু মুসার বোনকে গোপনীয়তা বজায় রেখে অনুসরণ করা এবং পরবর্তী কাজগুলো করার ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট কর্মপন্থা বলে দিতে হয়নি।

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ ۖ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴿١٢﴾

২৮:১১ আর সে তাঁর বোনকে বলল -- "এর পেছনে পেছনে যাও।'' কাজেই সে তাঁর প্রতি লক্ষ্য রেখেছিল দূর থেকে, আর তারা বুঝতে পারে নি৷

২৮:১২ আর আমরা আগে থেকেই স্তন্যপান তাঁর জন্য নিষিদ্ধ করেছিলাম৷ তখন সে বললে, "আমি কি আপনাদের এমন কোনো ঘরের লোকের বিষয়ে বলে দেব যারা আপনাদের জন্য তাকে লালন-পালন করতেও পারে, আর তারা এর শুভাকাঙ্খী হবে?''

প্যারেন্টিং এর ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রাথমিকভাবে কিছু বিষয় বলে দিতে হবে কিন্তু একটি পর্যায়ে সে যাতে নিজ থেকে সঠিক পন্থাটি নিতে পারে সেটা গড়ে তোলার ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, একেকজনের মধ্যে একেক রকমের প্রতিভা এবং সম্ভবনা রয়েছে। সেই অনুযায়ী তাদের গাইড করা জরুরী। বালক ইউসুফ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন কিন্তু বৈষয়িক বুদ্ধি এখনো রপ্ত করতে পারেননি। ফলে সেই বিষয়ে ইয়াকুব (আঃ) তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন। অন্যদিক মুসা জননী মুসা (আঃ)-এর বোনের সক্ষমতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং সেই অনুযায়ী তাকে আদেশ প্রদান করেছিলেন।

১৪) ইউসুফ (আঃ)-কে যখন কুয়ায় ফেলা হয়েছিল তখন আল্লাহ্ তাঁকে ঔহী করেছিলেন যে, তাঁর ভাইদের সাথে তিনি আবার মিলিত হবেন এবং তখন তাদের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিবেন – *"তখন আমরা তার কাছে প্রত্যাদেশ দিলাম -- "তুমি তাদের অবশ্যই জানিয়ে দেবে তাদের এই কাজের কথা, আর তারা চিনতেও পারবে না।"* وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَـٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ " (১২:১৫)। অন্যদিকে মুসা জননীকে আল্লাহ্ ঔহী করেছিলেন যে তাঁর সন্তানের সাথে তাঁর পূনর্মিলন হতে যাচ্ছে (২৮:৭)।

১৫) ইউসুফ (আঃ) যখন তাঁর পিতা-মাতার সাথে পূনর্মিলিত হয়েছিলেন তখন তাঁদের রাজকীয় সম্মান দিয়েছিলেন – *"আর তিনি তাঁর পিতামাতাকে উচ্চাসনে বসালেন,…* وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ ১২:১০০। কিন্তু শিশু মুসা ফিরাউনের প্রাসাদে রাজপুত্রের সন্মান লাভ করেছিল কিন্তু তাঁর মা সেখানে ধাত্রী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। শিশু মুসার তাঁর মাকে রাজ দরবারে সন্মানিত করার সুযোগ ছিল না। আমাদের পিতা-মাতাকে কীভাবে সেবা করব তাতে আমাদের সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। তাঁদের জন্য সেরাটা করার চেষ্টা করতে হবে।